মেহেরপুর সরকারি খাদ্যগুদামে দুর্নীতির অভিযোগ

মেহেরপুর শহরের সরকারি খাদ্য গুদাম থেকে বিদেশ থেকে আমদানি করা ৬০ বস্তা চাল গোপনে গত বুধবার সন্ধ্যায় আলগামন করে সরানোর উদ্দেশ্যে গেট পর্যন্ত যখন নেওয়া হয়, তখন চাল সরানো হচ্ছে এমন গোপন খবরে গোডাউনের বাইরে বেশ কিছু ছাত্র, গোয়েন্দা সংস্থার দুজনসহ কয়েকজন সংবাদকর্মী অবস্থান করছিলেন। অবস্থানকারীরা বিষয়টি সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করেন। এর পরপরই সেই চাল গোডাউনে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এসময় গোডাউনে উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা দেবদূত রায় ও মোসারফ হোসেন নামের বিএনপির এক নেতা অবস্থান করছিলেন।

বিদেশ থেকে আমদানি করা উন্নতমানের চাল গুদামের হিসেবের খাতায় না থাকলেও গোডাউনের ৫ নম্বর ইউনিটের তিনটি খামারে প্রায় ৭০ মেট্রিক টন আমদানিকৃত চাল মজুত রয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন গোডাউনের অভ্যন্তরীণ সূত্র।

বিষয়টির সত্যতা জানার জন্য জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এরশাদ আলীর অফিসে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি। এরপর থেকেই আমদানিকৃত চাল সরানো শুরু হয়। দুপুরের দিকে দুটি ভ্যানে ৬০ বস্তা চাল সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও সূত্র নিশ্চিত করেছে।

মেহেরপুর সরকারি খাদ্যগুদামে ভয়াবহ দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। সংশ্লিষ্টদের যোগসাজশে সরকারি খাদ্য মজুত ব্যবস্থাপনায় চলছে নানা ধরনের অপচেষ্টা ও দুর্ব্যবস্থা। কাগজে-কলমে মজুত শূন্য দেখানো হলেও বাস্তবে গুদামে বিপুল পরিমাণ চাল ও ধান সংরক্ষিত রয়েছে।

স্থানীয় সচেতন মহলের অভিযোগ, গুদামের কিছু অসাধু কর্মকর্তা- কর্মচারী এবং স্থানীয় একটি দালালচক্র দীর্ঘদিন ধরে এই দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। কাগজে চাল ও ধান বিতরণ বা গুদামে সংগ্রহের তথ্য দেখিয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে।

গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেবদূত রায়ের কাছে ভ্যানে ৬০ বস্তা চাল গেটের কাছ থেকে ফিরিয়ে এনে কেন ফের গোডাউনে রাখা হলো এই

প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম আপাতত চাল বাইরে না নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়ায় তা ফের গোডাউনে নেওয়া হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো নির্দেশনা দেননি বলে দাবি করেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এরশাদ আলীর অফিসে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি। মোবাইল ফোনে ক্ষুদে বার্তা দেওয়া হলেও তিনি জবাব দেননি।

ঝিনাইদহে ব্যাবসায়ী সুদীপ হত্যার ময়নাতদন্ত রিপোর্ট নিয়ে গড়িমিসি’র অভিযোগ

ঝিনাইদহের ব্যবসায়ী সুদীপ জোয়ার্দারের মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য ও সন্দেহের দানা বাঁধছে। ঘটনার ২০ দিন পার হলেও ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না হওয়ায় উদ্বেগ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তার বন্ধুমহল ও স্বজনরা।
বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ী সুদীপের মৃত্যুকে ‘সুপরিকল্পিত হত্যাকান্ড’ দাবি করে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তার বন্ধু সওগাতুল ইসলাম হিমেল।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির লোভে গত ৫ জুলাই রাতে সুদীপকে তার সৎ মা চম্পা রানী ও সৎ ভাই শিলন জোয়ারদার হত্যা করে। এরপর বিষয়টি আত্মহত্যা বলে প্রচার করতে থাকে।
লিখিত বক্তব্যে হিমেল আরো বলেন, মরদেহে মাথা, পিঠ ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল, যা আত্মহত্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মৃত্যুর পর তার পিতা সুনীল জোয়ারদার, সৎ মা ও সৎ ভাই তাড়াহুড়া করে লাশ দাহ করার চেষ্টা করেন।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, মৃত্যুর আগে দীর্ঘদিন সুদীপ পারিবারিকভাবে অবহেলা ও মানসিক নির্যাতনের শিকার ছিলেন। অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারে জন্ম নিয়েও তাকে মাত্র ১৩০ টাকা

মজুরিতে কাজ করতে হতো।
সংবাদ সম্মেলনে ময়না তদন্তের রিপোর্ট ২০ দিনেও না আসায় তদন্তের গতি ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। তার বন্ধুরা আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে ময়না তদন্তের প্রতিবেদন প্রকাশের দাবি জানিয়ে জানান, বত্যয় ঘটলে তারা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন।
এ সময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, সুদীপ জোয়ার্দারের মামা প্রভাত রায়, ফুপা দেব প্রসাদ রায়, বন্ধু মহলের আবিদ হাসান নয়ন, বাদশা বুলবুল, ফাহাদ মাহমুদ, মেহেদী হাসান, শোভন সাহা, আব্দুল্লাহ আল নোমান, এম এম মনিরুজ্জামান, সামিউল হক ও স্বাধীন রহমানসহ প্রতিবেশিরা
উল্লেখ্য ব্যবসায়ী সুদীপ জোয়ার্দারের রহস্যজনক মৃত্যুর পর ঝিনাইদহ ও ঢাকায় একাধিক মানববন্ধন, বিক্ষোভ এবং স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালিত হয়। এ ঘটনার পর থেকে সৎ মা চম্পা রানী ও সৎ ভাই শিলন জোয়ারদার পলাতক রয়েছে।

সড়কে গাছ ফেলে কোটচাঁদপুরে ছিনতাইয়ের অভিযোগ

সড়কে গাছ ফেলে কোটচাঁদপুরে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকালসোমবার রাতে উপজেলার রামচন্দ্রপুর-লক্ষীকুণ্ড গ্রামের সড়কে এ ছিনতাই হয়।

ভুক্তভোগী মেহের মালিতা বলেন, আমার ছেলের ছেলে মিনহাজ (৩) কে নিয়ে যশোর গিয়েছিলাম ডাক্তার দেখাতে। এ সময় আমার সঙ্গে ছিল ছেলের বউ তামান্না খাতুন, বেয়াই ফারুক হোসেন। আর আমাদেরকে এগিয়ে নিতে কোটচাঁদপুর গিয়েছিল আমার ভাই মোগরব মালিতা, ভায়েরা মিঠু মালিতা, ভ্যানচালক রেজাউল ইসলাম ও হাসান আলী। এ ছাড়া ছিলেন আমাদের গ্রামের হায়দার মিস্ত্রি।

তিনি আরও বলেন, তখন রাত ১১টা ৫০ মিনিট। কোটচাঁদপুর থেকে আমরা রওনা দিই। পথিমধ্যে রামচন্দ্রপুর-লক্ষীকুণ্ড গ্রামের সড়কের চামতলা মাঠে পৌঁছালে সড়কের উপর গাছ পড়ে থাকতে দেখি। এ সময় গাড়ির গতি রোধ করতেই বাগানের মধ্য থেকে ৫/৬ জন দা হাতে বেরিয়ে আসে।

এরপর বউমা আর নাতি ছেলেকে ছাড়া আমাদের সবাইকে বেঁধে রেখে নগদ ১৫ হাজার টাকা, দুটি কানের দুল ছিনিয়ে নেয়।

পরে অপেক্ষা করে পথচারী আসার। কিছুক্ষণ পরে বলরামপুরের সেলিম রেজা ও সুমন নামের দুই ব্যক্তি ঘটনাস্থলে আসেন। তাদের কাছ থেকেও টাকা ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের সবাইকে ছেড়ে দেয়।

তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা ভয়ে থানায় কোনো অভিযোগ করিনি। তবে জানতে পেরেছি ঘটনাটি নিয়ে সেলিম রেজা থানায় অভিযোগ করেছেন।

সেলিম রেজা বলেন, ওই সময় ব্যবসার কাজ শেষ করে মোটরসাইকেলযোগে কোটচাঁদপুর শহর থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। পথিমধ্যে আমাকে আটকে রেখে নগদ ৫০ হাজার ৩শ’ টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ বিষয়ে আমি থানায় অভিযোগ করেছি।

এ ব্যাপারে সাবদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার বিষয়ে আমার জানা নেই। আর ওই এলাকা আমার দায়িত্বভুক্ত নয়। আমি গেল রাতে কুশকুড়ি মাঠে ডিউটিতে ছিলাম।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, ঘটনাটি আমি জেনেছি। এ ঘটনায় সেলিম নামের একজন থানায় অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্তের পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, এটি কোনো ছিনতাই বা ডাকাতির ঘটনা নয়, একে দস্যুতা বলা যায়। আর এর আগে যে ঘটনা ঘটেছিল, সে ব্যাপারে কেউ কোনো অভিযোগ করেনি।

ঝিনাইদহে প্রবাসীর জমি জোরপূর্বক দখলের অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ডাকবাংলা বাজারে এক সৌদি প্রবাসীর জমি জোরপূর্ব দখল করে প্রাচির নির্মাণ করার অভিযোগ উঠেছে। গত ১৯ জুলাই সৌদি প্রবাশী হায়দার আলীর জমির প্রাচীর আতিকুর রহমান ও

তোতা মিয়া জোর পূর্বক ভেঙ্গে দখল করে নেয়। এঘটনায় হায়দার আলী প্রবাশে থাকায় তার স্ত্রী লাবনী খাতুন (মিতা) থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

অভিযোগের সূত্র ধরে জানাযায়, বৈডাঙ্গা গ্রামের প্রবাসী মোঃ হায়দার আলী , পিতা মৃত হযরত আলী দীর্ঘদিন সৌদিতে থাকেন। তিনি গত ৪বছর আগে ৩১ নম্বর সাধুহাটি মৌজার ২৩৪৮ খতিয়ানের ৪৬৩৫নং দাগের ১৪ শতক জমির মধ্য হতে ৭ শতক জমি ক্রয় করে মালিকের নিকট থেকে বুঝিয়া নেয় এবং সীমানা নির্ধরণ করে ইটের প্রাচীর দেয়।

হায়দার আলী কয়েক মাস দেশে থাকার পর গত ১৮ তারিখে আবার সৌদে ফেরত গেলে ১৯ তারিখে পার্শবর্তী জামির মালিক মশিয়ারের ভাই আতিকুল এবং তোতা মিয়া সন্ত্রাসী ভাড়া করে এনে উক্ত প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে সামনের ১১ফিট জমি দখল করে পূনরায় নতুন প্রাচীর নির্মাণ কাজ শুরু করে।

এ অবস্থায় হায়দার আলীর স্ত্রী মোছাঃ লাবনী খাতুন মিতা গত ১৯ জুলাই ঝিনাইদহ সদর থানায় আতিকুর, তোতামিয়া এবং দুলাল এর নাম উল্লেখ করে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। লিখিত অভিযোগে তিনি জানান, তার স্বামী মোঃ হায়দার আলী ৩১ নম্বর সাধুহাটি মৌজার ২৩৪৮ খতিয়ানের ৪৬৩৫ নং দাগের ১৪ শতক জমির মধ্য ক্রয়সূত্রে মালিক নিপা খাতুনের নিকট থেকে ৭ শতক জমি ক্রয় করে।

সেই মোতাবেক উক্ত জমি দীর্ঘদিন ভোগ দখল করে আসতেছি। জমিটি ডাকবাংলা ত্রিমোহনী বাজারের সংলগ্ন ইসলামিক ব্যাংক, ডাকবাংলা শাখার দক্ষিণ পাশে বাগাট মিষ্টান্ন ভান্ডার সংলগ্ন। এই জমি নিয়ে একটি মামলা ছিল যার নাম্বার ২২০/২৫ যাহা আদালতের রায়ে তার স্বামীর অনুকূলে হয়েছে বলে দাবি করেন।

ইতিমধ্যে তার প্রবাসী স্বামী বেশকিছুদিন দেশে থাকার পর আবার ১৮জুলাই প্রবাসে ফিরে গেলে ১৯ জুলাই আনুমানিক সকাল ৭টার দিকে ১০-১৫ জন শ্রমিক তার স্বামীর দখলকৃত জায়াগার চারিদিকে ইট দিয়া প্রাচীর ভেঙে ফেলে। লাবনী জানান এই ঘটনার প্রেক্ষিতে লোক মারফত খবর পেয়ে আমি উক্ত স্থানে গেলে আমাকেও বিভিন্ন ভাবে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। বাধ্য হয়ে আমি ঝিনাইদহ সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করি।

উক্ত ঘটনার অভিযোগের প্রেক্ষিতে রবিবার সকাল দশটার সময় ঘটনা স্থলে সাংবাদিক গেলে সেখানে সরেজমিনে দেখা যায় যে, মিস্ত্রিরা

নতুন দেওয়াল তৈরি করছেন এবং পুরানো দেয়াল ভেঙ্গে সম্পূর্ণ মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে বাঁদ পুকুরিয়া গ্রামের তোতা মিয়ার সাথে কথা বললে তিনি বলেন, যে এই জমিতে ১৪৪ ধারা মামলার রায়ে বলা হয়েছে যে দখল সত্ব অবস্থানে থাকার। ১৪ শতক জমির আমরা ৭ শতকে কাজ করছি বাকি হায়দার আলীর রয়েছে ৭শতক। আমরা কারো জমি জোর করে দখল করে নাই। তবে ওখানকার উপস্থিত কেউ ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হয়নি।

এবিষয়ে হায়দারের স্ত্রী লাবনী খাতুন বলেন জমির দলীল মোতাবেক আমরা যে অংশ পাব সেটা না দিয়ে মশিয়ার তার ভাই সন্ত্রাসী অতিকুর ও তোতা মিয়া জোর করে আমাদের প্রাচীর ভেঙ্গে ১১ফিট দখল করে নিয়েছে।

উক্ত ঘটনা তদন্ত কর্মকর্তা ডাকবাংলা ক্যাম্পের এসআই লিটন রাকিবের সাথে কথা বললে তিনি বলেন এই ঘটনা নিয়ে যেহেতু আদালতে মামলা আছে সেহেতু আদালত এই ঘটনা নিষ্পত্তি করবে। তবে তারা যে দেওয়াল ভেঙে ফেলেছে সেই ব্যাপারে তাৎক্ষণিক সেখানে গিয়ে দেওয়াল ভাঙ্গা বন্ধ করা হয়েছে।

এই অভিযোগ প্রসঙ্গে ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার্স ইনচার্জ আব্দুল্লাহ আল মামুন সত্যতা স্বীকার করে বলেন, লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরে আমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডাকবাংলা ক্যাম্পের এস.আই লিটনের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছি।

মেহেরপুর লাইফ কেয়ার হাসপাতালের ওটিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

মেহেরপুরে লাইফ কেয়ার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারে রাশিয়া খাতুন
(৪৫) নামে এক রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। নিহত রাশিয়া খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মীর পাড়ার কাবাদুল ইসলামের স্ত্রী।

উদ্দিন বলেন, “রোগীর মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। যেন কেউ আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়। অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ঘটনার সময় মৃতের স্বজনদের সঙ্গে জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমানসহ স্থানীয় কয়েকজন রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং পরিবারকে শান্ত করেন।

ঝিনাইদহ আইএইচটি’র পলাতক ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর কার্ত্তিক গোপালের চাকরী এখনো বহাল !

অর্ধশত ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন, রাসুল পাক (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তি এবং মেয়েদের পর্দা নিয়ে বাজে মন্তব্য করা ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজির (আই.এইচ.টি) ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর ইসকন সদস্য কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাস এখনো চাকরিতে বহাল রয়েছেন।

গত ৫ আগষ্ট ছাত্র-জনতার বিপ্লবের পর ভারতে পালিয়ে যাওয়া কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আদালতে একাধিক মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলেও স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর তাকে চাকরীচ্যুত করতে পারেনি। এ নিয়ে ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে নতুন করে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারে বলে নতুন করে আশংকা দেখা দিয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, ঢাকার স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর ও ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি স্বৈরাচারের দোসররা ইসকন সদস্য কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাসকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ফলে বিনা ছুটিতে প্রায় এক বছর কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলেও তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করেনি। তিনি এখনো চাকুরীতে বহাল

রয়েছেন।

আইএইচটি’র একটি সুত্র জানায় ছাত্রীদের যৌন নির্যাতন ও ধর্ম অবমাননার অভিযোগ ওঠায় কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাস পালিয়ে যান। ২০২৪ সালের ২ সেপ্টম্বর তিনি অজ্ঞাত স্থান থেকে পদত্যগপত্র পাঠিয়ে ভারতে পালিয়ে যান। ওই বছরের ৫ সেপ্টেম্বর ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি’র ছাত্র নাইমুল হাসান মারুফ কার্ত্তিক গোপালকে একমাত্র আসামী করে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে মামলা করেন, যার মামলা নং ঝিসিআর-৮০৯/২৪। মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক ফারুক আযম ঝিনাইদহ ডিবিকে তদন্তের নির্দেশ দেন।

এদিকে বিষয়টি তদন্তের জন্য গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। ২০২৪ সালের ৩ সেপ্টম্বর পাঁচ পৃষ্ঠার একটি তদন্ত প্রতিবেদন ১৯৩৯ নং স্মারকে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর ও ইসকন সদস্য কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দোষ প্রমানিত হয়। এ খবর নিশ্চিত করেন আইএইচটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ রেজিনা আহম্মেদ।

এদিকে ২০২৫ সালের ১৪ মে ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর কার্ত্তিক গোপালের বিরুদ্ধে আদালত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করলেও এখনো তার কোন সন্ধানে পুলিশের দৃশ্যত কোন তৎপরতা নেই বলে মামলার বাদী অভিযোগ করেন।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, ডেন্টাল ইন্সট্রাক্টর কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাস ডেন্টালের ছাত্রীদের শহরের ব্যাপারীপাড়াস্থ তার চেম্বারে ডেকে এনে হাতে কলমে প্রশিক্ষনের নামে যৌন নির্যাতন চালাতেন। যৌন কর্মে লিপ্ত না হলে মৌখিক পরীক্ষায় ফেল ও লিখিত পরীক্ষায় কম মার্ক দিতেন। এভাবে লম্পট কার্ত্তিক গোপাল একাধিক ছাত্রীর সঙ্গে জোর করে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতেন।

তাছাড়া কার্তিক গোপাল ক্লাসে নারী শিক্ষার্থীদের পর্দা করার বিষয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে মানহানীকর বক্তব্য দিতেন। তিনি রাসুল পাক (সাঃ) ও আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কে নিয়েও ক্লাসে কটুক্তি করতেন। হাসিনা ক্ষমতায় থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা কোন প্রতিবাদ করতে পারতেন না। লম্পট কার্ত্তিক গোপাল বিশ্বাসের দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকায় গত ৫ আগষ্টের পর তিনি সহজেই ভারতের পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি’র অধ্যক্ষ ডাঃ

রফিকুল ইসলাম জানান, বিষয়টি ঢাকার স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরকে আগেই লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে। কিন্তু ৫ আগষ্টের পর অফিসিয়ালি অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এ কারণে হয়তো অধিদপ্তর এই চিঠি নাও পেতে পারে। তিনি জানান, কার্ত্তিকের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানার বিষয়টি উল্লেখ করে দ্রুতই অধিদপ্তরকে জানানো হবে।

ঢাকার স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (শৃংখলা) ডাঃ মিছবাহ উদদীন আহমদ জানান, তার দপ্তর এ বিষয়ে কিছুই জানে না। নতুন করে তিনি ঝিনাইদহ ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি কর্তৃপক্ষকে আবার চিঠি দিতে পরামর্শ দেন।

জমির দখল নিতে প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধে ধইঞ্চা কাটার নাটক

৪০ বছরের ভোগ দখল করা জমি হঠাৎ অবৈধ দখল নিতে প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা নাটক সাজিয়ে একটি চক্র। ধইঞ্চা কাটার অভিযোগা ও মিথ্যা মামলা দিয়ে জমি দখলের অপচেষ্টা চালাচ্ছে ওই চক্রটি।

তারা সাংবাদিক সম্মেলন করে জমির মালিককে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়েছে। ঘটনাটি গাংনী উপজেলার নলগাড়ি মাঠে ঘটেছে।

এনিয়ে গতকাল শনিবার দুপুরে জমির উপর সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন জমির মালিক হেলাল উদ্দীন মাস্টার। এসময় তেরাইল, জোড়পুকুরিয়া ও দুলর্ভপুর গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জমির মালিক হেলাল উদ্দীন বলেন, ১০১৫ দাগে আমার দাদার নামে ক্রয়সূত্রে ৫৫ শতক জমি রয়েছে। আমার দাদা জোড়পুকুরিয়া গ্রামের আহমেদ আলী, আবুল হোসেন, ইসমাইল হোসেন ও তাদের উত্তরসরিদের কাছ থেকে কেনেন। দীর্ঘ ৪০ বছর এই জমি আমরা ভোগ দখল করে আসছি। অথচ, পট পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি দু:স্কৃতিকারীর দাবী করছে এই জমি তাদের।

প্রায় ৪০ বছর যাবৎ আমার দাদার ওয়ারিশ আমার বাবা ও চাচারা ভোগ

দখল করে আসছেন। প্রতি বছরের ন্যায় এবছর ওই জমিতে সবুজ সার তৈরী করতে আমরা ধইঞ্চা বুনেছিলাম। কয়েকদিন আগে সেটা কেটে জমিতেই পচান দিয়েছি। আমরা কিছুদিনের মধ্যেই ধান লাগাবো। এর মধ্যে জোড়পুকুরিয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে জিয়াউল হক, সেন্টু, জাহাঙ্গীর ও লাল্টু বলছে এই জমি আমাদের।

অথচ, বিগত ৪০ বছরের মধ্যে কোনোদিন তারা বলেনি এই জমি তাদের। আমরা এই জমিতে ধইঞ্চা বুনেছি ধান লাগাবো বলে। অথচ, এখন তারা বলছে ধইঞ্চা তারাই লাগিয়েছে, আমরা রাতের আধারে কেটে দিয়েছি। মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে আমরাই ধইঞ্চা কেটেছি এজন্য আমাদের দৃষ্টান্তমুলক দাবী জানাচ্ছেন। আমার পৈত্রিক জমিতে অবৈধভাবে কয়েকজন সাংবাদিক এনে মিথ্যা তথ্য দিয়ে দুই বিঘা জমির ধইঞ্চা ক্ষেত কর্তনের অভিযোগ তুলেছেন। জমিটি তার দাবি করে দুই বিঘা জমির ধইঞ্চা আমরা কেটে দিয়েছি বলে দাবী করেন। যা মিথ্যা ও সাজানো নাটক। এই মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর জন্য দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছি।

তবে, বেশ কয়েকজন পার্শ্ববতি জমির মালিক বলেন, আমরা ৩৫/৪০ বছর যাবৎ এই জমিটি হেলাল মাস্টার ও তাদের বাপ চাচাদের আবাদ করতে দেখেছি। তবে, তারা বলেন, জিয়াউল, লাল্টুসহ অন্যান্যরা এই জমির পাশের ১০১৩ দাগ ৭ শতক জমি পাবে। অথচ, তারা পুরো ৫৫ শতক জমি দখল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং হেলাল মাস্টারদের বিরুদ্ধে ধইঞ্চা কাটার মিথ্যা নাটক সাজাচ্ছেন।

ভুক্তভোগী কৃষক হেলাল উদ্দীন অভিযোগ করেন, তেরাইল মৌজার আরএস খতিয়ান ১৫৭৫, দাগ নম্বর ১০১৩ দাগভুক্ত ৭ শতক জমি তার দাদা বাদল শেখের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ধইঞ্চার জমিটি ১০১৫ দাগে আমার বাবা ও চাচার জমি ৫৫ শতক। দীর্ঘদিন ধরে তারা আমরা এই জমি ভোগদখল করে আসছি। জমিটি নিয়ে বর্তমানে আদালতে একটি দেওয়ানি মামলা চলমান রয়েছে।

এবিষয় নিয়ে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বসে শালিস বৈঠক করেছেন। এনিয়ে মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “এখনো পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনী হাসপাতালের তদন্ত প্রতিবেদন জমা হবে আজ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগীদের পরীক্ষা-নিরিক্ষার জন্য বিভিন্ন ডায়াগনষ্টিক সেন্টারে পাঠানোর অভিযোগে একটি গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় তদন্ত কমিটি গঠণ করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

সে প্রতিবেদন আজ শনিবার জমা দেওয়া হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে। গত ২৯ জুন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুপ্রভা রাণী মেহেরপুর সিভিল সার্জনের নির্দেশে এ কমিটি কমিটি গঠণ করেন।

হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু) হাবিবুর রহমানকে সভাপতি করে ৩ সদস্যর কমিটি গঠণ করা হয়েছে। কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন- জুনিয়র কনসালটেন্ট খোকন রেজা ও মেডিকেল অফিসার তাসমেরি খাইরুন নাহার। কমিটিকে চার কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

তদন্ত কমিটির সভাপতি হাবিবুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, তদন্ত শেষ হয়েছে। আগামীকাল (আজ) শনিবার প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি বছরের পর বছর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু তদারকির অভাবে সরকারের বিনিয়োগের অপচয় হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অভিযোগ রয়েছে, রোগীদের প্রায় ৯৮ ভাগ পরীক্ষায় এখানে না করে চিকিৎসকের পছন্দের বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠানো হয়। এসব কেন্দ্র থেকে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকেরা ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন পান বলে অভিযোগ উঠেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মাসুদুর রহমান, মেডিকেল অফিসার ডা. ফারুক হোসেনসহ কয়েকজন চিকিৎসক নিয়মিত রোগীদের নিজেদের পছন্দের বেসরকারি ডায়াগনস্টিক

সেন্টারে পাঠান।

এমনকি একজন চিকিৎসকের দাবি, কিছু চিকিৎসক এমন সব পরীক্ষা লিখে দেন যেগুলোর প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র কমিশনের জন্য।ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন সরেজমিনে দেখা গেছে, ডা. ফারুক হোসেন নিয়মিত রোগীদের ‘মোল্লা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে’ পাঠাচ্ছেন।

ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মীরা হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে রোগীদের সেখানে নেওয়ার কাজ করছেন। জানা যায়, ডা. ফারুক হোসেন অবসরে গিয়ে ওই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত চেম্বার করেন।

কুয়েতে ফুটপাতে চাঁদাবাজির অভিযোগে বাংলাদেশি গ্রেফতার

কুয়েতে ফুটপাতে চাঁদাবাজির অভিযোগে এক বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ। সম্প্রতি এক অভিযানে চাঁদাবাজি করার সময় তাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, চাঁদাবাজি চক্রের বাকি সদস্যদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। একজন কর্মকর্তা জানান, যত্রতত্র দোকান বসানো এবং সেসব দোকান থেকে বেআইনিভাবে চাঁদা আদায়ের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

গ্রেফতার বাংলাদেশির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, ভীতি প্রদর্শন ও বেআইনি অর্থ আদায়সহ একাধিক অভিযোগে মামলা করা রয়েছে।

কুয়েতে ফুটপাতে দোকান বসানো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে আইন অমান্য করে অনেক বিদেশি বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে ফুটপাত, মসজিদের সামনে, শহর এলাকার বিভিন্ন গলিতে অস্থায়ী দোকানের পশরা সাজিয়ে বসে।

এসব দোকানকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় একটি চাঁদাবাজ চক্র। অভিযোগ রয়েছে, এই চক্রের সদস্যরা নিয়মিত দোকানিদের ভয়ভীতি দেখিয়ে চাঁদা আদায় করে। এমনকি কিছু প্রবাসী বাংলাদেশিও এই

চক্রের সাথে সম্পৃক্ত।

সূত্র: সময় টিভি ।

দামুড়হুদায় কৃত্রিম প্রজননে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুরে গরুর কৃত্রিম প্রজনন (সিমেন) দিয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগে আলমগীর হোসেন নামে এ আই কর্মীর ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের সামনে সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কে এইচ তাসফিকুর রহমান ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এই জরিমানা করেন। এ আই কর্মী আলমগীরর হোসেন দামুড়হুদা উপজেলা সদরের মাদ্রাসা পাড়ার মৃত জালাল উদ্দীনের ছেলে।

আদালত সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর বারুইপাড়া গ্রামের আব্দুর রহিমের স্ত্রী নাজমা খাতুনের গরুর খামার রয়েছে। তার খামারে ৪টি গরু রয়েছে। গত ১৫ ই জুন তার একটি গরুর ডাক আসলে তিনি এ আই কর্মী আলমগীর হোসেরে সরণাপন্ন হয়। এ সময় এ আই কর্মী তার নিকট খেকে ২১০টাকার সিমেন ১হাজার ৫০০টাকা নেয়। এরপর তার ঐ সিমেনে ডাক না দাড়ালে পরবর্তীতে আবারো ঐ একই এ আই কর্মির সরণাপন্ন হয়। এবার তিনি ঐ গরুর ভালো জাতের সিমেন দেওয়ার কথা বলে ২ হাজার ৫০০টাকা নেই তাতেও কাজ না হলে তিনি ৫ হাজার একশত টাকা দাবী করেন। পরবর্তীতে ভুক্তভোগী নাজমা খাতুন গত সোমবার অতিরিক্ত অর্থ চাওয়ায় উপজেলা প্রণীসম্পদ অফিসার নিলিমা আক্তার হ্যাপি বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন।

গতকাল বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে অভিযুক্ত এআই কর্মী আলমগীর হোসেন কে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যথাযত সেবা প্রদান করতে না পারায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন ২০০৯ এর ৪৫ ধারায় তাকে অভিযুক্ত করে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

করেন।

এসময় উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার ডাঃ নিলিমা আক্তার হ্যাপি বলেন, কৃত্রিম প্রজনন (সিমেন) এর সরকার নিধারিত মৃল্য ২১০ টাকা এর সাথে কিছু বাড়তি টাকা নেওয়ার সুযোগ নেই। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিট্রেট কে এইচ তাসফিকুর রহমান বলেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যতাযত সেবা দিতে না পারায় তাকে জরিমানা করা হয়েছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন, ভুমি অফিসের আরিফুল ইসলাম, আনিছুর রহমান সহ প্রাণী সম্পদ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।